২৩-০৬-১৬ প্রাত: মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা - অমৃতবেলার সময় খুবই সুন্দর , তাই ভোরবেলা উঠে একান্তে বসে বাবার সাথে মিষ্টি -মিষ্টি বাক্যালাপ করো ।"

প্রশ্ন - নিরন্তর যোগী হওয়ার জন্য কোন্ জ্ঞান সবথেকে বেশী সাহায্য করে ?

উত্তর :- এই বিশ্বনাটকের জ্ঞান । যা কিছু হযে গেছে তা এই নাটকেই ছিলো । তোমাদের নিজের স্থিতিতে যেন কখনো চঞ্চলতা না আসে । পরিস্থিতি যাই আসুক, তা সে ভূমিকম্পই হোক বা ব্যবসাতে লোকসানই হোক, কোনো সংশয় যেন মনে না আসে .....এমন স্থিতি যে তৈরী করতে পারবে তাকেই মহাবীর বলা হবে । যদি তোমাদের এই নাটকের যথার্থ জ্ঞান না থাকে , তাহলে কঠিন পরিস্থিতিতে চোখে জলের ধারা বইতে থাকবে । নিরন্তর যোগী হওয়ার জন্য এই নাটকের জ্ঞান অনেক সাহায্য করে ।

গীত :- ওম্ নম শিবায় .....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা এখন খুব ভালোভাবে বুঝে গেছে যে এই পতিত দুনিয়ার অন্তিম সময় উপস্থিত । আর পবিত্র দুনিয়া শুরু হচ্ছে । এই কথা শুধু তোমরা বাচ্চারাই জানো । বাচ্চারা এই নির্দেশ বা শ্রীমত পেয়ে থাকে । এই শ্রীমত কে দেয় ? উঁচুর থেকে উঁচু সর্বোচ্চ ভগবান । তিনি তোমাদের বোঝাতে থাকেন, তোমাদের এখন পতিত থেকে পবিত্র হতে হবে । এই জ্ঞান শুধুমাত্র তোমাদের জন্য, আর বাকী দুনিয়ার আন্যান্য মানুষ তো সকলেই পতিত । এই পতিত দুনিয়ার অবশ্যই বিনাশ হবে । একমাত্র বিকারীদেরই পতিত বলা হয় । বাবা তোমাদের বলেন , তোমরা জন্ম জন্মান্তর একে অপরকে দুঃখ দিয়ে এসেছো, তাই তোমরা আদি , মধ্য এবং অন্ত সময়েও দুঃখ পাও । একজন অপরজনকে তোমরা পতিত বানিয়ে ফেলো । নিজেরাই তোমরা বলো যে ....আমরা পতিত , কিন্তু এই কথা তোমাদের বুদ্ধিতে ঠিকভাবে বসে না । তোমরা ডাকো, হে পতিতপাবন এসো, কিন্তু তবুও তোমরা এই পতিতপনা ছাড়তে চাও না । এখন তোমরা বুঝতে পারো সমস্ত ব্যাপারই হলো পবিত্রতা ধারণের উপর । এইটা বোঝার জন্যও তো কাউকে চাই । আর যিনি বোঝাবেন তিনি তো একমাত্র শিববাবা । বাকী যারা গুরুরা আছেন তারা কাউকে পবিত্র বানাতে পারেন না । এই পবিত্রতাও কেবলমাত্র এক জন্মের জন্য নয়, জন্ম জন্মান্তরের জন্য ধারণ করতে হবে । তোমাদের মধ্যে যারা জ্ঞানবান তারা এই জ্ঞানে তীক্ষ্ণ হয় । এই সমস্তকিছুই নাটকে লিপিবদ্ধ আছে । তোমাদের মধ্যেও মহাবীরের মনোভাব চাই। এই মহাবীরেরাই আসবে বাবার স্মরণে থাকার জণ্য । বাবা খুব ভালোকরে তোমাদের এই কথা বুঝিয়ে বলেন । যেমনভাবে বাবা বলেন যে ভোরবেলা উঠে বাবাকে স্মরণ করো । স্মরণ করার জন্য ভোরের এই সময় খুব সুন্দর , যাকে প্রভাত বলা হয় । ভক্তিমার্গেও বলা হয় প্রভাতকালে মন দিয়ে রামকে স্মরণ করো । বাবাও বলেন , সকাল সকাল উঠে যদি বাবাকে স্মরণ করো তাহলে তোমাদের খুবই আনন্দ হবে । বাবার স্মরণে যখন তোমরা বসবে তখন তোমরা ভাববে কি ভাবে অন্যকে এই কথা বোঝানো যায় । অমৃতবেলার বায়ুমন্ডল খুবই শুদ্ধ থাকে । দিনেরবেলায় মানুষের বিভিন্ন কাজকর্মের কারণে বায়ুমন্ডল বিকারগ্রস্থ থাকে । আবার রাত ১২ টা পর্যন্ত এই বায়ুমন্ডলে বিকারী অবস্থা থাকে । সাধু - সন্ত , ভক্তরা তাদের ভক্তি কিন্তু এই প্রভাতের সময়েই করে । এমনিতে তো দিনের বেলা স্মরণ করাই যায় । নিজের কাজ কারবার করতে থাকলেও বুদ্ধির যোগ

যে দেবতার পূজারী হয় তাঁর প্রতিই থাকা উচিত । কিন্তু এমন কারোরই থাকে না । ভক্তিমার্গে মানুষ ঈশ্বরের দর্শনের জন্য পরিশ্রম করে । কিন্তু এই দর্শনে বিশেষ কিছুই লাভ হয় না । তাদেরও একদিন ভক্তি করতে করতে তমোপ্রধান হতেই হবে । ভক্তিমার্গেও শিবের উপর লোকে বলি যায় যাকে কাশী কলবট বলা হয় । সেখানে শিবকে স্মরণ করতে করতে মানুষ কুয়োতে ঝাঁপ দেয় । শিবের উপর বলি চড়ায় । সে হলো ভক্তিমার্গের বলি । আর এ হলো তোমাদের জ্ঞানমার্গের বলি । ভক্তিমার্গও মুশকিল, জ্ঞানমার্গও মুশকিল । এই বলির জন্য ভক্তিমার্গে কোনো লাভ হয় না । এটা কেবল আত্মা নিজের শরীরের উপর আঘাত করে । এটা কোনো জ্ঞানের কথাই নয় । ভক্তিতে বলা হয় আত্মাই হলো পরমাত্মা । আত্ম – অভিমানী একমাত্র বাবাই, যিনি বাচ্চাদের বোঝান যে , পরমাত্মা তো আমি শিববাবাই । আমরা আত্মারাই হলাম পরমাত্মা .....এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা । এটা তো হতেই পারে না ।

বাবা বলেন যে .....আমি পতিত মানুষকে পবিত্র বানাতে আসি , এবং পবিত্র বানাচ্ছিও । বাকী তো নাটকে যা আছে তাই হবে । তোমরা ভাবো যখন ভূমিকম্প হয় , ছাদ ভেঙ্গে পরে, তখন ভাববে আগের কল্পেও এমনই হয়েছিলো । এতে দ্বিমত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই । নাটকের উপর দৃঢ় থাকো । একেই মহাবীর বলা হয় । দুর্ঘটনাও তো অনেক হযে থাকে । এই দুর্ঘটনার হাত থেকে তো কাউকে রক্ষা করা যায় না । এওতো নাটকেই রয়েছে । তাদের পার্ট নাটকে এমনভাবেই রয়েছে । যারা এই নাটককে জানে না, তারাই দেহকে স্মরণ করে চোখের জল ফেলতে থাকে । তারা কখনোই শিববাবাকে স্মরণ করতে পারবে না কারণ শিববাবার সঙ্গে তাদের সেই ভালোবাসাই গড়ে ওঠে নি । সত্যিকারের ভালোবাসা তৈরীই হয় নি । বাবার সঙ্গে সম্পূর্ণ ভালোবাসার সম্পর্ক থাকতে হবে । প্রতি কল্পেই শিববাবার সঙ্গে তোমাদের প্রীত বুদ্ধির যোগ হয় । দেবতাদের বাবার সঙ্গে প্রীত বুদ্ধি ছিলো এই কথা বলা যাবে না । দেবতারা এই সঙ্গম যুগে বাবার সঙ্গে প্রীত বুদ্ধির কারণেই সত্যযুগে দেব পদ পেয়েছিলেন । তখন তো তোমাদের মনেই থাকবে না .....সারা কল্পে তোমাদের শিববাবার কথা মনেই থাকে না, যে কারণে তোমরা তাঁর সঙ্গে প্রীত বুদ্ধির যোগ জুড়তে পারো । এখন বাবা এসে তোমাদের নিজের পরিচয় নিজেই দিচ্ছেন । এখন বাবা তোমাদের বলেন যে অন্য সব সম্বন্ধ ছেড়ে এক আমাকেই স্মরণ করো । এই বিনাশ কাল তো অবশ্যই আসবে । একথাও তোমরা বাচ্চারা জানো । আর দুনিয়ার মানুষতো ঘোর অন্ধকারের মধ্যে আছে । তোমরা এখন জানো তোমাদের বাবার থেকে পুরো বর্ষা নিতে হবে । বাবাকে স্মরণ ছাড়া তোমরা সতোপ্রধান হতে পারবে না । সার্জন হয়ে নিজের রোগকে তোমাদেরই দেখতে হবে । শ্রীমতকে ধারণ করে তোমাদের দেখতে হবে যে তোমাদের বাবার সঙ্গে কতোটা প্রীতির সম্পর্ক আছে । অমৃতবেলার সময় বাবাকে স্মরণ করা সবথেকে ভালো । এই প্রভাতের সময় খুবই ভালো । এই সময় মায়ার ঝড় আসে না । আবার রাত ১২ টা অবধি তপস্যা করে কোনো লাভ হয় না , কারণ এই সময় অতটা ভালো নয় , কারণ দুনিয়াতে এই সময় বিকারের প্রভাব বেশী থাকে । এই সময় বায়ুমন্ডলও খারাপ থাকে । তাই রাত ১ টা অবধি সময় ছেড়ে দেওয়া দরকার । এই রাত ১ টার পরে বায়ুমন্ডল ভালো হতে শুরু করে । বাবা বলেন যে .....তোমাদের তো সহজ রাজযোগ , তোমরা ভালো করে আরাম করে বসো । ব্রহ্মা বাবা তোমাদের নিজের অনুভবও শোনান । কেমনভাবে তিনি বাবার সঙ্গে কথা বলতেন । তিনি বলতেন .....বাবা কতো আশ্চর্য সুন্দর এই নাটক । তুমি কেমন করে এসে মানুষকে পতিত থেকে পবিত্র মানুষে পরিণত করো । সারা দুনিয়াকে কিভাবে বদলে ফেলো । খুবই আশ্চর্যের এই ঘটনা। যেমনভাবে বাবার খেয়াল আসে ঠিক তেমনভাবে বাচ্চাদেরও এই খেয়াল আসা উচিত যে

কেমন করে মানুষকে এই বৈতরণী পার করবে । বাবা বলেন যে .....তোমরা আমাকে ডাকো, হে পতিতপাবন এসো । এখন আমি এসেছি তাই তোমরা আর পতিত কাজ কোরো না । পতিত হয়ে এই সভায় এসে বোসো না । তাহলে তোমরা এই বায়ুমন্ডলকে অশুদ্ধ করে দেবে । বাবা তো সবই জানতে পারেন । দিল্লী এবং বোম্বেতে এমন বিকারে যাওয়া মানুষরা এসে বসে যেত । এই কথা প্রচলিত আছে যে অসুর এসে যজ্ঞতে বিঘ্ন করতো । বিকারে যারা যায় তাদের অসুর বলা হয় । বায়ুমন্ডলের পরিবেশকে তারা খারাপ করে । তাদের জন্য খুব কড়া সাজা আছে । বাবা তো তোমাদের অনেক করে বোঝান , কিন্তু তবুও তোমরা নিজেদের অবনতি নিজেরাই করো । তোমরা মিথ্যা কথাও বলো। তখনই তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে এই কথা বাবাকে লিখে দেওয়া উচিত .....বাবা আমাদের এই ভুল হয়ে গেছে , ক্ষমা করো । নিজে যা পাপ করেছো তা বাবাকে লিখে জানাও । নাহলে এই পাপের বৃদ্ধি হতে থাকবে আর তোমরা রসাতলে চলে যাবে । এসেছিলে এখানে কিছু নিতে কিন্তু কান কেটে চলে যাবে । এও নাটকে লিপিবদ্ধ আছে । এমন অসুর আগের কল্পেও ছিলো, এখনো আছে । অমৃত ছেড়ে তারা বিষ পান করে । নিজেরও লোকসান করে আর অন্যেরও লোকসান করে । এরা বায়ুমন্ডলকে খারাপ করে দেয় । ব্রাহ্মণীরাও সবাই একসমান হয় না । মহারথী , ঘোড়সওয়ার, পেয়াদা সবধরনেরই হয় ।

তোমাদের বাচ্চাদের অথৈ খুশী হওয়া উচিত .....বাবাকে পেয়েছি আর কি চাই । হ্যাঁ, নিজের সংসারে বাচ্চাদের তো অবশ্যই সামলাতে হবে । এমন নয় যে বাবাকে বললে, বাবা এইসবই তোমার, তুমি সামলাও । আমি তো তোমার হয়ে গেছি । বাবা তোমাদের বোঝান যে গৃহস্থ জীবনে থাকলেও তোমরা পদ্মের মতো পবিত্র থাকো । কোনো পতিত কাজ কোরো না । প্রথম কথাই হলো কামবিকারের । দ্রৌপদীও ডেকেছিলো বস্ত্র হরণের সময় । তখনই বাবাকে ডেকেছিলো যখন বাবা এই ধরায় এসেছিলো । বাবার আসার আগে কেউই বাবাকে ডাকে না কারণ কাকে ডাকবে ?বাবা এসেছে, তখনই তো বাবাকে ডাকবে । পতিত থেকে পবিত্র হয়ে তোমরা কোথায় যাবে ? শান্তিধামে যাবে । এইসবই তো এই সঙ্গমযুগের কথা । সবার সদ্গতিদাতা , উদ্ধারকর্তা হলেন একজনই , শিববাবা। এই দুনিয়া হলো দুঃখের দুনিয়া । সাধু সন্তরাও পুরোপুরি সুখী নয় । সবারই কোনো না কোনো দুঃখ , শোক , রোগ ইত্যাদি আছে । কোনো কোনো গুরু অন্ধও হয় । নিশ্চই এমন কোনো কাজ করেছিলো যার ফলে এই জীবন পেয়েছে । সত্যযুগে কিন্তু কোনো প্রতিবন্ধী মানুষই থাকবে না । এইসব কথা মানুষ বুঝতেই পারে না । বাবা এসেই তোমাদের এই কথা বোঝান । শিববাবাই হলেন জ্ঞানের সাগর এবং পতিত-পাবন । বাকী সবাই হলো ভক্ত । ভক্তিমার্গ সম্পূর্ণ আলাদা । আর এ হলো সিঁড়িতে নীচের দিকে নামার মার্গ । এই নীচে নামতে বা জীবনবন্ধ অবস্থায় আসতে মানুষের ৮৪ জন্ম সময় লাগে, কিন্তু জীবনমুক্ত অবস্থায় আসতে মাত্র এক সেকেন্ড সময় লাগে । যদি তোমরা বাবার শ্রীমতে চলে বাবাকে স্মরণ করো তবেই হবে । কিন্তু সবই নম্বরের প্রাপ্তির উপর নির্ভর করে । কেউ কেউ বলে আমি যদি ওই শিক্ষককে পেতাম তাহলে ভালো হতো । অবশ্যই নিজে কমজোর বলেই বলে ওই শিক্ষককে ২ - ৪ মাসের জন্য পাঠিয়ে দাও । বাবা বলেন যে এটাও ভুল কথা । তোমরা ব্রাহ্মণীদের কেন স্মরণ করো, যেখানে বাবা তোমাদের বলেন যে কেবলমাত্র বাবাকেই স্মরণ করো আর স্বদর্শন চক্র ঘোরাও আর অন্যদেরও এই কথা বোঝাও । এখানে ব্রাহ্মণী এসে কি করবে ? এ তো এক সেকেন্ডের কথা । তোমরা কাজকারবার করতে করতে সব ভুলে যাও , তখন ব্রাহ্মণীরাও তোমাদের একই কথা বলবে মনমানাভব..... । কোনো কোনো বুদ্ধিহীন মানুষ এই কথা বুঝতে পারে না , কেবল বলে ভালো ব্রাহ্মণী চাই । জ্ঞান তো তোমরা পেয়েই গেছো । তাই বাবা আর তাঁর বর্ষা বা

সম্পত্তিকে স্মরণ করো । দেহ অভিমানকে ত্যাগ করো । এটা আমাদের সেন্টার , ওইটা ওদের সেন্টার এই ধরনের কথা ত্যাগ করো । ওই জিজ্ঞাসুরা ওখানে কেন যায় .....এ সবই দেহ অভিমানের কথা। সবই শিববাবার সেন্টার , তোমাদের কারোর নয় । তোমাদের এই কথা কেন মনে হয় যে ওই শিক্ষিকা আমাদের সেন্টারে কেন আসেন না । বাবা বলেন , যেখানেই যাও কারোর থেকে কিছু চেও না । এতো বুঝতে পারছো বীজ না বপন করলে তোমরা কি পাবে ? ভক্তিমার্গেও দানপুণ্য করার চল আছে । ভক্তিমার্গে তোমরা পরোক্ষভাবে ঈশ্বরকে অর্থ দিতে । সাধু সন্ন্যাসীদেরও তোমরা অনেকই দিতো নাহলে দান গরীবদেরই দেওয়া হয় , সাহুকারদের নয় । এর মধ্যে সব্জির দান সবথেকে ভালো । এও বাবা বলেন যে , দান করলে পরজন্মে তোমরা তার ফল পাও ।ঈশ্বরই সবাইকে এই ফল দেন । সাধু সন্ত তোমাদের এই দানের পরিবর্তে কোনো ফল দিতে পারে না । ফল দেন একমাত্র শিববাবাই । তিনি কারোর মাধ্যমে এই ফল দেন । বাবা তোমাদের বোঝান যে তোমরা ঈশ্বরীয় কার্যে অর্থ দিতে তার ফলে পরের জন্মে তোমরা প্রাপ্তি করতে । এখন তো শিববাবা প্রত্যক্ষভাবে তোমাদের কাছে এসেছেন । এখন তোমরা ২১ জন্মেরও জন্য বাবার থেকে প্রাপ্তি করবে । এখন তো মৃত্যু সামনে দাঁড়িয়ে আছে । ভক্তিমার্গে এই কথা কখনো বলা হয় না যে মৃত্যু সামনে দাঁড়িয়ে আছে তাই নিজের জীবনকে সফল করো । তাই এখন বাবা বলেন .....যার ইচ্ছা হয় , এই রুহানি হাসপাতাল খোলো । কেউ যদিও বলে বাড়ি বানাবো তো তাতেও এই রুহানি হাসপাতালের ব্যবস্থা করো । বাবা বলেন আজ বাড়ি তৈরী করে কাল যদি মরে যাও তবে তো সব শেষ হয়ে যাবে । এই শরীরের উপর কোনো ভরসা নেই । বাড়িতে যাই জায়গা থাকুক , একটি ঘর রেখে দাও , যেখানে এই রুহানি হাসপাতাল বা রুহানি কলেজ বানাও । অনেকের কল্যাণ করতে পারবে , তাহলে অনেক উঁচু পদ প্রাপ্ত করবে । আচ্ছা।

মিষ্টি – মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা , বাপদাদার স্মরণ , ভালোবাসা আর সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদেরকে নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) শ্রীমতে চলে নিজেকে দেখো যে এই বিনাশকালে তোমাদের কি এক বাবার সাথে সত্যিকারের প্রীতির সম্পর্ক আছে ? অন্য সব সম্পর্ককে ছেড়ে এক শিববাবার সঙ্গে সব সম্পর্ক জুড়েছো কি ? কখনো কোনো বিকর্ম করে অসুরের জীবন তো গ্রহণ করো নি ? এইভাবে নিজেকে পর্যবেক্ষণ করে পরিবর্তন করতে হবে ।

২) এই শরীরের কোনো ভরসা নেই , তাই তোমাদের নিজেদের সবকিছু সফল করতে হবে । নিজেদের স্থিতি একরস এবং অচল বানানোর জন্য এই নাটকের রহস্যকে বুদ্ধিতে ধারণ করে চলতে হবে ।

বরদান :- শ্রেষ্ঠ কর্মের দ্বারা স্মরণযোগ্য হওয়ার জন্য যোগযুক্ত এবং যুক্তিযুক্ত হও ।

তোমাদের প্রত্যেকটি কর্ম যতখানি শ্রেষ্ঠ হবে , ততই শ্রেষ্ঠ আত্মাদের মধ্যে তোমাদের স্মরণ হবে । ভক্তিতে দেবী দেবতাদের নামের স্মরণ হয় , আর এখানে যে শ্রেষ্ঠ আত্মারা আছেন তাদের তাঁদের গুণ আর কর্মকে উচ্চ বানানোর জন্য স্মরণ করা হয় । তাই তোমরা শ্রেষ্ঠ কর্মের আধারে স্মরণযোগ্য হতে থাকবে আর সেইজন্য যোগযুক্ত হবার অভ্যাস করো । যোগযুক্ত হলে প্রত্যেকটি সংকল্প , শব্দ বা কর্ম অবশ্যই যুক্তিযুক্ত হবে , তখন তোমাদের অযুক্তির কর্ম বা সংকল্প হবেই না .....এটাও হলো যোগ ।

স্লোগান :- নিমিত্ত আর নির্মাণচিত্ত .....এই হলো সত্যিকারের সেবাধারীর লক্ষণ ।